রেজিষ্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, অক্টোবর ২৯, ১৯৯৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

রিজলিউশন

তারিখ, ১৩ই কার্তিক ১৪০৪/২৮শে অক্টোবর ১৯৯৭

এস, আর, ও, নং ২৫০-আইন/৯৭—যেহেতু দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ এবং জনগণের নিকট ইহার সুফল পৌছানোর লক্ষ্যে সরকারের অংগীকার বাস্তবায়নের জন্য প্রশাসনকে সুষ্ঠু, স্বচ্ছ, দক্ষ, জাতীয় প্রবৃদ্ধির সহায়ক, জনসেবামূলক ও জবাবদিহিমূলক করার উদ্দেশ্যে জনপ্রশাসন সংস্কার আবশ্যক;

এবং যেহেতু উপরি-উক্ত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের নিমিত্ত সরকারের নিকট সুপারিশ পেশ করা এবং সরকার কর্তৃক গৃহীত সুপারিশ বাস্তবায়নের বিষয়ে পরামর্শ ও সহায়তা দেওয়ার জন্য জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন গঠন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু, সরকার এতদ্বারা নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল ঃ—

১। **জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন গঠন।**—(১) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন, অতঃপর কমিশন বলিয়া উল্লিখিত, নামে একটি কমিশন গঠন করিবে।

(২) এই রিজলিউশন জারীর তারিখ হইতে কমিশনের মেয়াদ হইবে দুই বৎসর।

(৩) কমিশন একজন চেয়ারম্যান, একজন সদস্য-সচিবসহ তিনজন পূর্ণকালীন সদস্য এবং নিম্নে উল্লিখিত খণ্ডকালীন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা ঃ—

(ক) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, পদাধিকারবলে;

(খ) প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, পদাধিকারবলে;

মূল্য ঃ টাকা ২.০০

(গ) মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (সি এন্ড এ জি), পদাধিকারবলে;

(ঘ) সচিব, অর্থ বিভাগ, পদাধিকারবলে;

(ঙ) সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, পদাধিকারবলে;

(চ) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এফিসিয়েন্সি সচিব (যদি থাকে) পদাধিকারবলে;

(ছ) দুইজন জনপ্রতিনিধি;

(জ) বেসরকারী সংস্থাসমূহ (এনজিও)সহ বেসরকারী বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহের দুইজন প্রতিনিধি;

(ঝ) শিক্ষা বা গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের একজন প্রতিনিধি।

(৪) কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্য-সচিব এবং অন্যান্য পূর্ণকালীন সদস্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং উপ-অনুচ্ছেদ (৩) এর দফা (ছ), (জ) ও (ঝ)তে উল্লিখিত প্রতিনিধিগণ সরকার কর্তৃক মনোনীত হইবেন।

(৫) উপ-অনুচ্ছেদ (৩) এ যাহা কিছুই থাকুকনা কেন কমিশন উহার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের স্বার্থে, প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে এবং সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত বিষয় ও মেয়াদের জন উক্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ কোন ব্যক্তিকে অতিরিক্ত খণ্ডকালীন সদস্য হিসাবে কো-অপট করিতে পারিবে।

২। **চেয়ারম্যান ও পূর্ণকালীন সদস্যের যোগ্যতা, ইত্যাদি।**—(১) উচ্চ পর্যায়ের প্রজ্ঞা ও প্রশাসনিক বিষয়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কোন ব্যক্তিকে চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হইবে।

(২) সদস্য-সচিব ছাড়া অন্য দুইজন পূর্ণকালীন সদস্যদের মধ্যে একজন হইবেন এমন ব্যক্তি যিনি বেসরকারী খাতের ব্যবস্থাপনা এবং জনপ্রশাসন বিষয়ে গবেষণায় উচ্চমানের ও প্রশংসনীয় অবদান রাখিয়াছেন এবং অপরজন হইবেন প্রশাসনিক বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সচিব ছিলেন বা আছেন এমন ব্যক্তি।

(৩) সরকারের সচিব বা অতিরিক্ত সচিবদের মধ্য হইতে একজনকে কমিশনের সদস্য-সচিব নিয়োগ করা হইবে।

(৪) কমিশনের চেয়ারম্যান ও পূর্ণকালীন সদস্যদের চাকুরীর শর্তাবলী সরকার কর্তৃক স্থিরীকৃত হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে সরকারের চাকুরীতে নিয়োজিত আছেন এমন কোন কর্মকর্তা যদি পূর্ণ-কালীন সদস্য নিযুক্ত হন তিনি এবং সদস্য-সচিব তাহাদের পদের সহিত সংযুক্ত সুযোগ সুবিধার অতিরিক্ত কোন কিছুই প্রাপ্য হইবেন না।

৩। **কমিশনের কার্যপরিধি।**—কমিশনের কার্য পরিধি নিম্নরূপ হইবে, যথা ঃ—

(ক) মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, দপ্তর এবং অন্যান্য সকল প্রকার সরকারী অফিস এবং আধাসরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসহ জনপ্রশাসনের সর্বক্ষেত্রে সর্বস্তরে স্বচ্ছতা, দক্ষতা, জবাবদিহিতা কার্যকরতা ও গতিশীলতা উন্নয়নে সুপারিশ করা;

(খ) বেসরকারী খাতে দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণ এবং শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহকে সার্বিক সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে জনপ্রশাসনের সর্বক্ষেত্রে ও সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠানিক ও পদ্ধতিগত পরিবর্তন সম্পর্কে সুপারিশ করা;

(গ) জনপ্রশাসনের সর্বক্ষেত্রে ও সর্বস্তরে অপচয় ও অপচয়ের কারণ ও ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিতপূর্বক উহা রোধকল্পে এবং ব্যয় সচেতনতা, ভোক্তাদের 'ভ্যালু ফর মানি' ও চাহিদা অনুযায়ী সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণার্থে সুপারিশ করা;

(ঘ) সরকারী কর্মকাণ্ডের বিকেন্দ্রীকরণ ও 'ডিভলিউশান' (devolution) এর উদ্দেশ্যে স্থানীয় সরকার বিষয়ক আইনের সহিত সংগতি রাখিয়া সকল সরকারী, আধা-সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাসের জন্য সুপারিশ করা;

(ঙ) জনপ্রশাসনের সর্বস্তরে ও সর্বক্ষেত্রে দুর্নীতি রোধের জন্য প্রতিষ্ঠানিক, আইনগত ও পদ্ধতিগত সংস্কারের জন্য সুপারিশ করা;

(চ) মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, দপ্তর এবং অন্যান্য সকল সরকারী অফিস এবং আধাসরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসহ জনপ্রশাসনের সর্বক্ষেত্রে ও সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠানিক ও জনবল পুনর্বিন্যাস, যুক্তিযুক্তকরণ, সংকোচন ও যুক্তিসংগতভাবে পুনর্গঠন করার বিষয়ে সুপারিশ করা;

(ছ) জনপ্রশাসনের বিষয়ে সংসদীয় তত্ত্বাবধান জোরদারকরণের বিষয়ে সুপারিশ করা;

(জ) কমিশনের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নার্থে 'এফিসিয়ান্সী ইউনিট' ও 'এফিসিয়ান্সী সেল'সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানিক বিষয়ে সুপারিশ করা; এবং

(ঝ) উপরি-উক্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে আইনগত, বিধিগত, প্রক্রিয়াসহ এবং প্রতিষ্ঠানিক বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন এবং উহাদের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিতকরণার্থে সুপারিশ করা।

৪। কমিশনের কার্যপদ্ধতি।—কমিশনের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে কমিশন—

(ক) পাবলিক এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এফিসিয়ান্সি স্টাডি (১৯৮৯), পাবলিক এ্যাডমিনিস্ট্রেশন সেক্টর স্টাডি (১৯৯৩), টুওয়ার্ডস বেটার গভর্ণমেন্ট ইন বাংলাদেশ (১৯৯৩), গভর্ণমেন্ট দ্যাট ওয়ার্কস (১৯৯৬), প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস কমিটির প্রতিবেদন (১৯৯৬) এবং এই সম্পর্কে পূর্ববর্তী অন্যান্য সমীক্ষা ও প্রতিবেদন পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়া ঐগুলিতে প্রদত্ত বাস্তবায়নোপযোগী সুপারিশগুলি চিহ্নিত করিবে;

(খ) মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, দপ্তরসহ ও অন্যান্য সকল সরকারী আধাসরকারী স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং পূর্ণ বা আংশিকভাবে সরকারী অর্থে পরিচালিত যে কোন প্রতিষ্ঠান হইতে উহার জনবল, কর্মপরিধি, বিধি, প্রক্রিয়া সংক্রান্ত দলিল ও তথ্যাদি চাহিতে পারিবে এবং উক্তরূপ সকল প্রতিষ্ঠান, কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, চাহিদা মোতাবেক সকল দলিল ও তথ্যাদি সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে;

(গ) দফা (খ) এ উল্লিখিত সকল প্রতিষ্ঠানের প্রধান বা অন্য কোন কর্মকর্তাকে আলোচনার জন্য কমিশন যে কোন সময় আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে এবং উক্তরূপ কর্মকর্তাগণ কমিশনের আমন্ত্রণে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিতে বাধ্য থাকিবেন;

(ঘ) সংসদ সদস্য, স্থানীয় সরকারের জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক দলসমূহের প্রতিনিধি, ট্রেড ইউনিয়ন, এন, জি, ও, মহিলা সংস্থা, শিল্প ও বাণিজ্য সমিতি, একাডেমিক, পেশাজীবি ও সর্বস্তরের নাগরিকের নিকট হইতে যে কোন বিষয়ে চিঠিপত্র, প্রশ্নপত্র, সেমিনার, উন্মুক্ত আলোচনা ও ওয়ার্কশপ ইত্যাদির মাধ্যমে মতামত গ্রহণ করিতে পারিবে;

(ঙ) কারিগরী সাহায্যের মাধ্যমে কমিশনের কার্যাবলী সম্পাদন করার জন্য দেশীয় ও বিদেশী বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করিতে পারিবে;

(চ) আইন কমিশন আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সনের ১৯ নং আইন) এর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত আইন কমিশন, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এফিসিয়েন্সি ইউনিট, রিফরমস্ ইন বাজেট এন্ড এক্সপেন্ডিচার কন্ট্রোল প্রকল্প এবং অনুচ্ছেদ ৩ এ উল্লিখিত কার্যপরিধির সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্তৃপক্ষের সহিত প্রয়োজনীয় যোগাযোগ ও কাজের সমন্বয় করিতে পারিবে;

(ছ) উহার দায়িত্ব পালনে উহাতে সহায়তা প্রদানের জন্য এক বা একাধিক কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

৫। **কমিশনের সদস্য-সচিবের দায়িত্ব।**—কমিশনের সদস্য-সচিব কমিশনের সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করিবেন এবং এতদুদ্দেশ্যে কমিশনের সকল প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

৬। **অন্তবর্তীকালীন রিপোর্ট পেশ, ইত্যাদি।**—(১) কমিশন উহার উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কিত বিষয়ে সময় সময় অন্তবর্তীকালীন প্রতিবেদন প্রধানমন্ত্রীর নিকট পেশ করিতে পারিবে এবং সুপারিশকৃত বিষয়গুলির বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে কমিশন প্রধানমন্ত্রীর নিকট প্রতিবেদন পেশ করিতে পারিবে।

(২) কমিশন উহার পরীক্ষাধীন বিষয়গুলির মধ্যে অগ্রাধিকার নির্ণয় করিবে এবং সেই অনুযায়ী তাহার প্রতিবেদনসমূহ প্রস্তুত করিবে।

৭। **কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারী।**—কমিশন উহার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মকর্তা ও কর্মচারী প্রেষণে বা চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগ করিতে পারিবে।

৮। **কমিশনের প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থা ইত্যাদি।**—(১) কমিশন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সহিত সংযুক্ত থাকিবে এবং উক্ত বিভাগ কমিশনকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করিবে।

(২) কমিশন উহার নিজস্ব বার্ষিক বাজেট প্রস্তুত করিবে এবং অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক তাহা বিবেচনা ও অনুমোদনের পর একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য পদ্ধতি অনুযায়ী যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৯। **কমিশনের পূর্ণ রিপোর্ট পেশ।**—কমিশন উহার পূর্ণ রিপোর্ট প্রধানমন্ত্রীর সমীপে পেশ করিবে।

১০। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ৮-১২-১৯৯৬ ইং মোতাবেক ২৪-৮-১৪০৩ বাং তারিখের রিজলিউশন নং এস, আর, ও, ২৩৪/আইন/৯৬, অতঃপর উক্ত রিজলিউশন বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্ত রিজলিউশন রহিত হইবার সংগে সংগে—

(ক) উক্ত রিজলিউশনের অধীন গঠিত জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন এই রিজলিউশনের অধীন গঠিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং উহার চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ এই রিজলিউশনের অধীন নিযুক্ত চেয়ারম্যান বা, ক্ষেত্রমত, সদস্য বলিয়া গণ্য হইবেন এবং তাঁহারা এই রিজলিউশনের অনুচ্ছেদ ১(২) এর বিধান সাপেক্ষে স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন ;

(খ) উক্ত রিজলিউশনের অধীনে নিযুক্ত কমিশনের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী এই রিজলিউশনের অধীনে গঠিত কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারী হইবেন ;

(গ) উক্ত রিজলিউশনের অধীনে কৃত সকল কাজ কর্ম ও গৃহীত ব্যবস্থা এই রিজলিউশনের অধীনকৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(ঘ) উক্ত রিজলিউশনের অধীনে গঠিত কমিশনের সকল সম্পত্তি, নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ এই রিজলিউশন দ্বারা সৃষ্ট কমিশনে হস্তান্তরিত হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আতাউল হক

মন্ত্রিপরিষদ সচিব।

মুহাম্মদ রবিউল ইসলাম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত
মোঃ সিকান্দার আলী মণ্ডল, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।